كَيْفَ تَفْتَحُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ؟ গ্রন্থের অনুবাদ

দরজা খুলুন আসমানের

শাইখ ড. মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম নাঈম ﷾

অনুবাদ : মুহাম্মাদ রাশেদ আবদুল্লাহ

সত্যায়ন
প্রকাশন

সূচিপাতা

ভূমিকা ১১

প্রথম অধ্যায় : আসমানের দরজাগুলো ২৫

আসমান কি শূন্য জায়গার নাম? ২৫

প্রতিটি আসমানেরই কি দরজা রয়েছে? ২৭

আসমানের দরজা সংখ্যা ৩০

আসমানের দরজার বিশালতা ৩২

দ্বিতীয় অধ্যায় : যেসব সময়ে আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয় ৩৩

ভূমিকা ৩৩

এক. প্রত্যেক আযানের পর ৩৫

দুই. নামাজের ইকামতের পর ৩৮

ক) ইকামতের পরে দুআ করা বৈধ নয় ৪১

খ) ইকামতের পর দুআ করা বৈধ ৪২

তিন. মধ্যরাতের পর ৪৪

একটি বিশেষ দুআ ৪৬

চার. সোমবার ও বৃহস্পতিবার ৪৭

দুটি শিক্ষণীয় ঘটনা ৫০

পাঁচ. শা'বান মাস ৫১

ছয়. রমাদান মাস ৫৪

তৃতীয় অধ্যায় : যেসব বিষয়ের জন্য আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয় ৫৯

ভূমিকা ৫৯

প্রথম অনুচ্ছেদ : যেসব যিক্‌রের জন্য আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয় ৬০

প্রথম যিক্‌র : নামাজের শুরুতে পড়ার একটি দুআ ৬০

নামাজের শুরুতে পড়া দুআ থেকে পাওয়া শিক্ষা ও বিধান ৬২

নামাজের শুরুতে সানা হিসেবে পড়া দুআসমূহ ৭০

দ্বিতীয় যিক্‌র : মজলুমের দুআ ৭৭

তৃতীয় যিক্‌র : জিহাদের ময়দানে সেনাবাহিনী সারিবদ্ধ হওয়ার মুহূর্তে দুআ ৮৩

চতুর্থ যিক্‌র : আল্লাহর পছন্দনীয় কালাম দ্বারা জিহ্বাকে সতেজ রাখা ৮৪

এই তাসবীহগুলোর অন্যান্য ফযীলত ৮৫

পঞ্চম যিক্‌র : ওজু করার পর বিশেষ দুআ পাঠ করা ১০৩

ষষ্ঠ যিক্‌র : ইখলাসের সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়া এবং কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা ১০৪

সপ্তম যিক্‌র : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু, লা শারীকা লাহু ১০৬

এই যিক্‌রটির অন্যান্য ফযীলত ১০৭

অষ্টম যিক্‌র : কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা ১০৯

নবম যিক্‌র : রুকূ থেকে ওঠার সময় 'রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ...' পড়া ১১২

দশম যিক্‌র : মাকবুল দুআসমূহ ১১২

১. বৃষ্টি বর্ষণের সময় দুআ করা ১১৩

২. নামাজের তাশাহ্‌হুদ-পরবর্তী মুস্‌তাহাব দুআসমূহ ১১৪

৩. ফরজ নামাজের পর দুআ করা ১১৬

৪. ইসমে আ'যমের ওসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করা ১২১
৫. খাঁটি আমলের ওসিলায় আল্লাহর কাছে দুআ করা ১২৩
৬. এক মুসলিম অপর মুসলিমের জন্য
তার অনুপস্থিতিতে দুআ করা ১২৬
৭. মুসাফিরের দুআ এবং সন্তানের জন্য পিতার দুআ ১২৬
৮. বিপদগ্রস্তদের দুআ পড়ে দুআ করা ১২৮
৯. আর্ত ও নিরুপায় ব্যক্তির দুআ ১৩১
১০. রোজাদারের দুআ ১৩৩
১১. মোরগের ডাক শোনার সময় দুআ করা ১৩৪
১২. অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিক্‌রকারী
ও ন্যায়পরায়ণ বাদশার দুআ ১৩৫
১৩. সাজদার মধ্যে দুআ করা ১৩৫
১৪. জুমুআর দিনের বিশেষ সময়ে দুআ করা ১৩৮
১৫. হাজ্জ ও উমরা পালনকারীর দুআ ১৪১
ক) হাতিমের অভ্যন্তরে ও
তাওয়াফরত অবস্থায় দুআ করা ১৪২
খ) যমযমের পানি পান করার সময় দুআ করা ১৪৩
গ) সাফা ও মারওয়ার ওপর এবং
এ দুটির মাঝে থাকা অবস্থায় দুআ করা ১৪৩
ঘ) আরাফার দিনে দুআ করা ১৪৫
ঙ) মুযদালিফায় আল-মাশআরুল হারামে দুআ করা ১৪৭
চ) প্রথম ও মাঝের জামরায়
কঙ্কর নিক্ষেপের পরে দুআ করা ১৪৭
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : যেসব আমলের জন্য
আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয় ১৪৮
প্রথম আমল : যোহরের পূর্বে চার রাকাআত সুন্নাত আদায় করা ১৪৮

দ্বিতীয় আমল : এক নামাজের পর
আরেক নামাজের জন্য অপেক্ষা করা ১৫১
তৃতীয় আমল : দান-সদাকা করা ১৫৪
চতুর্থ আমল : সহনশীল হওয়া এবং
নিজের জন্য প্রতিশোধ না নেওয়া ১৫৪
পঞ্চম আমল : মসজিদে কুরআনের আসরে অংশগ্রহণ করা ১৫৯
ষষ্ঠ আমল : যিক্‌রের মজলিসে যাওয়া ১৬২
সপ্তম আমল : অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া ১৬৯
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : যেসব আত্মার জন্য
আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয় ১৭৩

চতুর্থ অধ্যায় : যাদের জন্য আসমানের দরজা খোলা হয় না ১৮০
ভূমিকা ১৮০
প্রথম অনুচ্ছেদ : যেসব আমল আসমানে ওঠে না ১৮২
এক. মুসল্লিগণ অপছন্দ করা সত্ত্বেও ইমামতি করা ১৮২
দুই. অনুমতি ছাড়াই জানাযার নামাজ পড়ানো ১৮৩
তিন. রাতে স্বামীর আহ্বানে সাড়া দিতে
অস্বীকারকারী নারীর নামাজ ১৮৩
চার. দরুদের মাধ্যমে দুআ সমাপ্ত না করা ১৮৬
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : যেসব কথা ও আমলের জন্য
আসমানের দরজা খোলা হয় না ১৮৭
এক. অভিশাপ দেওয়া ১৮৮
দুই. রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে নিযুক্ত হয়ে
মানুষের প্রয়োজন পূরণ না করা ১৯২
তিন. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর আমল ১৯৬
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : যেসব অবস্থায় বান্দার দুআ কবুল হয় না ২০১
এক. খাদ্যদ্রব্য হারাম হওয়া ২০১
দুই. দুআ কবুল হতে বিলম্ব দেখে বিরক্তি প্রকাশ করা ২০২

তিন. পাপকাজ কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দুআ করা ২০৪
চার. দুআর সময় অন্তর উদাসীন ও অমনোযোগী থাকা ২০৫
পাঁচ. ব্যভিচারিণী এবং অন্যায়ভাবে কর আদায়কারীর দুআ ২০৬
ছয়. দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর বিরুদ্ধে করা দুআ,
সাক্ষীবিহীন ঋণদাতার দুআ এবং
অবুঝকে সম্পদ প্রদানকারীর দুআ ২০৬
সাত. 'সৎ কাজের আদেশ ও
অসৎ কাজ থেকে নিষেধ' বর্জনকারীর দুআ ২০৮
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : যেসব আত্মার জন্য
আসমানের দরজা খোলা হয় না ২০৯

পঞ্চম অধ্যায় : আসমানের যে দরজা কখনো বন্ধ হয় না ২১৪
মাজারের চৌকাঠ এবং আসমানের দরজা ২১৭

ভূমিকা

সব প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবি ও রাসূল মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবিগণের ওপর।

এটি একটি সংক্ষিপ্ত বই; যাতে আমি একত্র করেছি আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস থেকে পাওয়া কিছু শিক্ষা। হাদীসটি হলো—

আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, 'আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে নামাজ আদায় করছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি বলে উঠল,

اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَّأَصِيْلًا

'আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহর জন্য অসংখ্য প্রশংসা। আর আমরা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহরই পবিত্রতা ঘোষণা করি।'

(নামাজ শেষে) রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন,

مَنِ الْقَآئِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟

"এ কথাগুলো কে বলল?"

উপস্থিত লোকদের মধ্য হতে সেই ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমি ওই কথাগুলো বলেছি।' তখন রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

عَجِبْتُ لَهَا، فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ

"কথাগুলো আমার খুব ভালো লেগেছে। এগুলোর জন্য আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে।"

আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এ কথাগুলো বলতে শোনার পর থেকে আমি এর ওপর আমল করা ছাড়িনি কখনো।'[১]

সুনানুন নাসাঈ'র বর্ণনায় এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, 'এক ব্যক্তি নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পেছনে নামাজে দাঁড়াল, অতঃপর সে বলে উঠল,

اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَّأَصِيْلًا

'আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহর জন্য অসংখ্য প্রশংসা। আর আমরা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহরই পবিত্রতা ঘোষণা করি।'

নামাজ শেষে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন,

مَنْ صَاحِبُ الْكَلِمَةِ؟

"কে বলেছে কথাগুলো?"

তখন এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর নবি, আমি (বলেছি)।' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

لَقَدِ ابْتَدَرَهَا اثْنَا عَشَرَ مَلَكًا

"এর জন্য বারোজন ফেরেশতা ছুটে এসেছে।"[২]

এই হাদীসে বর্ণিত দুআটি নামাজের শুরুতে পড়ার দুআগুলোর একটি। মুহাদ্দিসগণ হাদীসটিকে 'তাকবীরে তাহরীমা ও কিরাআতের মাঝে পড়ার দুআ' শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করেছেন।

এ হাদীসের মাঝে অনেক শিক্ষা রয়েছে। এর মধ্যে কিছু এখানে উল্লেখ করা হলো :

ক) মানুষের সাথে নিযুক্ত লেখক ফেরেশতারা সব আমল লিপিবদ্ধ করেন না। বরং কিছু কিছু আমল অন্য ফেরেশতারাও লিপিবদ্ধ করে থাকেন। এই হাদীসে বর্ণিত দুআটিও সেসব আমলের অন্তর্ভুক্ত। এর মাধ্যমে দুআটির ফযীলত ও গুরুত্ব বোঝা যায়। কেননা এ আমলের সাওয়াব লেখার ক্ষেত্রে লেখক ফেরেশতারা যথেষ্ট হননি। বরং তাদের

[১] মুসলিম, ৬০১; তিরমিযি, ৩৫৯২; নাসাঈ, ৮৮৬।

[২] নাসাঈ, ৮৮৫; আহমাদ আল-বান্না, আল-ফাতহুর রব্বানি, ৫/২৭০; সহীহ।

সাথে অন্য ফেরেশতাদেরও নিযুক্ত করা হয়েছে।

খ) আযানের পর আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস থেকে এটি প্রমাণিত। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

> "যখন নামাজের আযান দেওয়া হয়, তখন আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় এবং দুআ কবুল করা হয়।"[৩]

আর হাদীসে বর্ণিত দুআটির কারণে আসমানের অন্য দরজাগুলোও খুলে দেওয়া হবে। এটিও ওই দুআর অধিক ফযীলতের প্রতি নির্দেশ করে।

গ) রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সবার সামনে اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَّأَصِيْلًا এই দুআ পাঠকারীর প্রশংসা করেন। কেননা মসজিদে নববি ছিল জ্ঞান আহরণের কেন্দ্র। সুতরাং নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি তৎক্ষণাৎ বলে না দিতেন, তা হলে হয়তো উপস্থিতদের কেউ দূর দেশে সফরে চলে যেত। আর কখনো রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখার এবং এই দুআ ও এর ফযীলত সম্পর্কে নবিজির কথা শুনে মানুষের কাছে প্রচার করার সুযোগ হতো না তাঁর।

কিছু মানুষ অন্য মানুষের প্রশংসা করতে পছন্দ করে না। বরং মানুষকে তিরস্কার-ভর্ৎসনা করতে এবং তাদের দোষ বলে বেড়াতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। যখন তারা মানুষকে কোনো ভুল করতে দেখে, তখন সারা দুনিয়াকে জাগিয়ে তোলে। তা কারও কাছে গোপন রাখে না। আর যখন তাকে ভালো কিছু করতে দেখে কিংবা তার সুন্দর কোনো আচরণ চোখে পড়ে, তখন তারা সেটা এড়িয়ে যায়। সেই ব্যক্তির কোনো প্রশংসা করে না। অথচ প্রশংসা করলে মানুষ ওই ব্যক্তিকে অনুসরণ করতে পারত। এসব লোকের উদাহরণ হলো ওই মাছির মতো, যা কেবল নোংরা জিনিসের ওপরই পড়ে। অথচ তাদের উচিত ছিল মৌমাছির মতো হওয়া, যা কেবল উত্তম ও পবিত্র জিনিসের ওপরই পড়ে এবং উত্তম ও পবিত্র জিনিসই উপহার দেয়।

ঘ) ওই সাহাবি নিজের পক্ষ থেকে ইজতিহাদ করে উচ্চৈঃস্বরে দুআ পড়েছেন, আর নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর এ কাজের প্রশংসা করেছেন। তিনি দুআটি পছন্দও করেছেন।

---

[৩] তয়ালিসি, আল-মুসনাদ, ২২২০; জিয়া মাকদিসি, আল-আহাদীসুল মুখতারা, ২১৫৯; সহীহ।

প্রথম অধ্যায়

আসমানের দরজাগুলো

আসমান কি শূন্য জায়গার নাম?

আসমান একটি শক্ত ছাদবিশিষ্ট স্থাপত্য, যেখান থেকে দরজা ছাড়া ফেরেশতাদের পক্ষেও আরোহণ কিংবা অবতরণ করা অসম্ভব। এটি শূন্য কোনো জায়গার নাম নয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا ۖ وَهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ ﴿٣٢﴾

"এবং আমি আসমানকে করেছি এক সুরক্ষিত ছাদ। কিন্তু তারা এর নিদর্শনগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।"[১]

এই আসমানকে একদিন গুটিয়ে নেওয়া হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَوْمَ نَطْوِى السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَاْنَآ اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ ﴿١٠٤﴾

"(স্মরণ করো) সেদিন, যখন আকাশকে আমি এমনভাবে গুটিয়ে ফেলব, যেমনভাবে বান্ডিলের মধ্যে গুটিয়ে রাখা হয় লিখিত কাগজ। যেভাবে আমি প্রথমে সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, ঠিক তেমনিভাবে আবার তার পুনরাবৃত্তি করব। এটি একটি প্রতিশ্রুতি, যা আমার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত এবং এ কাজ আমাকে

[১] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৩২।

অবশ্যই করতে হবে।"[২]

এ কথা সবাই জানে যে, আসমান সাত স্তরবিশিষ্ট। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ﴿١٥﴾

"তোমরা কি দেখোনি—আল্লাহ কীভাবে সাত আসমানকে ওপর-নিচ স্তরবিশিষ্ট করে সৃষ্টি করেছেন?"[৩]

এক আসমান ও অপর আসমানের মাঝে রয়েছে পাঁচশ বছরের দূরত্ব। আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'দুনিয়ার আসমান ও এর পরবর্তী আসমানের মাঝে পাঁচশ বছরের দূরত্ব। প্রতি দুই আসমানের মাঝেও পাঁচশ বছরের দূরত্ব। সপ্তম আসমান ও কুরসির মাঝে পাঁচশ বছরের দূরত্ব। কুরসি ও পানির মাঝে পাঁচশ বছরের দূরত্ব। আরশ পানির ওপরে অবস্থিত। আর আল্লাহ তাআলা আরশে অধিষ্ঠিত। তোমাদের কোনো আমলই তাঁর নিকট গোপন থাকে না।'[৪]

নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উল্লেখ করেছেন—সাত আসমান ফেরেশতাদের দ্বারা পরিপূর্ণ।

আবূ যার (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنِّيْ أَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُوْنَ، أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ، مَا فِيْهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكٌ وَّاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلّٰهِ، لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَّلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَّمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُوْنَ إِلَى اللهِ

"আমি যা দেখতে পাই, তোমরা তা দেখতে পাও না। আর আমি যা শুনতে পাই, তোমরা তা শুনতে পাও না। আসমান চড়চড় শব্দ করছে। আর সে এমন শব্দ করতে বাধ্য। (কারণ) তাতে চার আঙুল পরিমাণ জায়গাও নেই, যেখানে কোনো না কোনো ফেরেশতা আল্লাহ তাআলার জন্য সাজদায় পড়ে নেই। আল্লাহর শপথ! আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে, তা হলে তোমরা খুব কম হাসতে এবং

[২] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ১০৪।

[৩] সূরা নূহ, ৭১ : ১৫।

[৪] হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৮/১৩১; হাসান।

বেশি কাঁদতে আর বিছানায় স্ত্রীদের উপভোগ করতে না। বরং আল্লাহ তাআলার সামনে কাকুতি-মিনতি করে (বাড়ি-ঘর ছেড়ে) পথে-প্রান্তরে বেরিয়ে পড়তে।"[৫]

আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীসে এসেছে, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَطَّتِ السَّمَاءُ وَيَحِقُّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ، وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا فِيْهَا مَوْضِعُ شِبْرٍ إِلَّا وَفِيْهِ جَبْهَةُ مَلَكٍ سَاجِدٍ يُسَبِّحُ اللهَ بِحَمْدِهِ

"আসমান চড়চড় শব্দ করছে। আর সে এই শব্দ করারই উপযোগী। ওই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! আসমানে এক বিঘত পরিমাণ জায়গাও এমন নেই, যেখানে আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করছে এমন কোনো ফেরেশতার কপাল সাজদায় পড়ে না আছে।"[৬]

প্রতিটি আসমানেরই কি দরজা রয়েছে?

প্রতিটি আসমানেরই একাধিক দরজা রয়েছে। এটা বাস্তবিক অর্থেই; রূপক অর্থে নয়। হ্যাঁ, হতে পারে—সে দরজা স্বচ্ছ নয়। আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

"আমার কাছে বোরাক আনা হলো। আর বোরাক হলো গাধা থেকে বড় এবং খচ্চর থেকে ছোট সাদা রঙের একটি জন্তু। দৃষ্টি যত দূর যায়, এক এক পদক্ষেপে সে তত দূর চলে। আমি এতে আরোহণ করলাম এবং বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছলাম। তারপর অন্যান্য নবিগণ তাঁদের বাহনগুলো যে খুঁটিতে বাঁধেন, আমিও সে খুঁটিতে আমার বাহনটি বাঁধলাম। অতঃপর মসজিদে প্রবেশ করলাম এবং দুই রাকাআত নামাজ আদায় করে বের হলাম।

জিবরীল (আলাইহিস সালাম) একটি মদের পাত্র ও একটি দুধের পাত্র নিয়ে আমার কাছে এলেন। আমি দুধ গ্রহণ করলাম। জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আমাকে বললেন, 'আপনি ফিতরতকে (স্বভাবধর্ম ইসলামের নিদর্শনকে) গ্রহণ করেছেন।' তারপর জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আমাকে নিয়ে আসমানের দিকে গেলেন এবং আসমান পর্যন্ত পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, 'কে আপনি?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি জিবরীল।' বলা হলো, 'আপনার সাথে কে?' তিনি

[৫] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২১৫১৬; তিরমিযি, ২৩১২; ইবনু মাজাহ, ৪১৯০; হাসান।
[৬] সুয়ূতি, আল-জামিউস সগীর, ১০৯২; সহীহ।

বললেন, 'মুহাম্মাদ।' বলা হলো, 'আপনাকে কি তাঁকে আনতে পাঠানো হয়েছে?' বললেন, 'হ্যাঁ, তাঁকে আনতে পাঠানো হয়েছে।' অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হলো। আমি সেখানে আদম (আলাইহি সালাম)-এর সাক্ষাৎ পেলাম। তিনি আমাকে স্বাগত জানালেন এবং আমার জন্য কল্যাণের দুআ করলেন।

তারপর জিবরীল (আলাইহিস সালাম) উপরের দিকে নিয়ে চললেন আমাকে এবং দ্বিতীয় আসমান পর্যন্ত পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, 'কে আপনি?' তিনি উত্তর দিলেন, 'জিবরীল।' বলা হলো, 'আপনার সাথে কে?' তিনি বললেন, 'মুহাম্মাদ।' বলা হলো, 'তাঁকে কি আনতে পাঠানো হয়েছিল?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তাঁকে আনতে পাঠানো হয়েছিল।' তারপর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হলো। সেখানে আমি দুই খালাতো ভাই তথা ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) ও ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়া (আলাইহিস সালাম)-এর সাক্ষাৎ পেলাম। তারা আমাকে স্বাগত জানালেন এবং আমার জন্য কল্যাণের দুআ করলেন।

তারপর জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আমাকে নিয়ে উপরের দিকে অগ্রসর হলেন এবং তৃতীয় আসমানের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, 'কে আপনি?' তিনি উত্তর দিলেন, 'জিবরীল।' বলা হলো, 'আপনার সাথে কে?' তিনি বললেন, 'মুহাম্মাদ।' বলা হলো, 'আপনাকে কি তাঁকে আনতে পাঠানো হয়েছে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তাঁকে আনতে পাঠানো হয়েছে।' তারপর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হলো। সেখানে আমি ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর সাক্ষাৎ পেলাম, যাঁকে সমুদয় সৌন্দর্যের অর্ধেক দেওয়া হয়েছিল। তিনি আমাকে স্বাগত জানালেন এবং আমার জন্য কল্যাণের দুআ করলেন।

তারপর জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আমাকে নিয়ে চতুর্থ আসমানের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, 'কে?' তিনি উত্তর দিলেন, 'জিবরীল।' বলা হলো, 'আপনার সাথে কে?' তিনি বললেন, 'মুহাম্মাদ।' বলা হলো, 'আপনাকে কি তাঁকে আনতে পাঠানো হয়েছিল?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তাঁকে আনতে পাঠানো হয়েছিল।' তারপর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হলো। সেখানে আমি ইদরীস (আলাইহিস সালাম)-এর সাক্ষাৎ পেলাম। তিনি আমাকে স্বাগত জানালেন এবং আমার জন্য কল্যাণের দুআ করলেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁর সম্পর্কে বলেছেন,

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾

"এবং আমি তাকে উন্নীত করেছি উচ্চ মর্যাদায়।"[৭]

তারপর জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আমাকে নিয়ে পঞ্চম আসমানের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনি কে?' তিনি বললেন, 'জিবরীল।' বলা হলো, 'আপনার সাথে কে?' তিনি বললেন, 'মুহাম্মাদ।' বলা হলো, 'আপনাকে কি তাঁকে আনতে পাঠানো হয়েছে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তাঁকে আনতে পাঠানো হয়েছে।' অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হলো। আমি সেখানে হারূন (আলাইহিস সালাম)-এর সাক্ষাৎ পেলাম। তিনি আমাকে স্বাগত জানালেন এবং আমার জন্য কল্যাণের দুআ করলেন।

তারপর জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আমাকে নিয়ে ষষ্ঠ আসমানের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনি কে?' তিনি বললেন, 'জিবরীল।' বলা হলো, 'আপনার সাথে কে?' তিনি বললেন, 'মুহাম্মাদ।' বলা হলো, 'আপনাকে কি তাঁকে আনতে পাঠানো হয়েছে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তাঁকে আনতে পাঠানো হয়েছে।' তারপর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হলো। সেখানে আমি মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর সাক্ষাৎ পেলাম। তিনি আমাকে স্বাগত জানালেন এবং আমার জন্য কল্যাণের দুআ করলেন।

তারপর জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আমাকে নিয়ে সপ্তম আসমানের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। তখন জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনি কে?' তিনি বললেন, 'জিবরীল।' বলা হলো, 'আপনার সাথে কে?' তিনি বললেন, 'মুহাম্মাদ।' বলা হলো, 'আপনাকে কি তাঁকে আনতে পাঠানো হয়েছে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তাঁকে আনতে পাঠানো হয়েছে।' তারপর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হলো। সেখানে আমি ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর সাক্ষাৎ পেলাম।

তিনি বাইতুল মা'মূরে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছেন। বাইতুল মা'মূরে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা তাওয়াফের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করেন। তারা আর সেখানে পুনরায় ফিরে আসার সুযোগ পান না।

তারপর জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আমাকে সিদরাতুল মুনতাহায় নিয়ে গেলেন।...[৮]

ইমাম তীবি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'এ হাদীসের মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আসমানের

[৭] সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৫৭।

[৮] বুখারি, ৩৮৮৭; মুসলিম, ১৬২; নাসাঈ, ৪৪৮।

অনেক দরজা রয়েছে এবং তাতে প্রহরী ফেরেশতাগণও নিযুক্ত রয়েছেন।'[৯]

আর (আসমানের দরজার প্রহরী) ফেরেশতা যে জিজ্ঞেস করেছেন, 'আপনাকে কি তাঁর কাছে পাঠানো হয়েছে'—এর দ্বারা নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নুবুওয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করা উদ্দেশ্য নয়; বরং ইসরা ও মি'রাজের উদ্দেশ্যে তাঁকে আনার জন্য পাঠানো হয়েছে কি না—সেটাই জিজ্ঞেস করা উদ্দেশ্য ছিল।

ইমাম তীবি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নুবুওয়াত ও রিসালাত সম্পর্কে প্রশ্ন করা (আসমানের দরজার প্রহরী) ফেরেশতার উদ্দেশ্য ছিল না। কেননা নুবুওয়াত ও রিসালাতের বিষয়টি ফেরেশতাদের অজানা নয়। এটাই বিশুদ্ধ মত। তবে কেউ কেউ বলেন, 'এর দ্বারা এ কথা জিজ্ঞেস করা উদ্দেশ্য যে, তাঁর নিকট কি ওহি পাঠানো হয়েছে এবং তিনি কি নুবুওয়াতপ্রাপ্ত হয়েছেন?' তবে প্রথম ব্যাখ্যাটিই বেশি গ্রহণযোগ্য। কেননা নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নুবুওয়াতের বিষয়টি ফেরেশতা-জগতেও প্রসিদ্ধ ছিল। সুতরাং এটি আসমানের প্রহরী ফেরেশতাদের অজানা থাকতে পারে না।'[১০]

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "আমার কাছে বোরাক আনা হলো। আর বোরাক হলো লম্বা সাদা রঙের একটি জন্তু। দৃষ্টি যত দূর যায়, এক এক পদক্ষেপে সে তত দূর চলে। আমি ও জিবরীল (আলাইহিস সালাম) এটির পিঠে চড়ে বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছলাম। অতঃপর সেখান থেকে মি'রাজের যাত্রা শুরু হলো। তখন আমাদের জন্য আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হলো। এ সময় আমি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছি।"[১১]

[৯] তীবি, আল-কাশিফ আন হাকায়িকিস সুনান, ১১/৮২।

[১০] তীবি, আল-কাশিফ আন হাকায়িকিস সুনান, ১১/৮২।

[১১] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২৩৩৪৩; হাকিম, ৮৭৯৩; ইবনু হিব্বান, ৪৫; হাসান।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যেসব সময়ে আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়

ভূমিকা

আল্লাহ তাআলা কিছু সময়কে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। যেমন: রমাদানের দিনগুলো, যুল-হিজ্জাহর প্রথম দশক, জুমুআর দিন ইত্যাদি। এ সময়গুলোতে নেক আমলকারীদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বিরাট পুরস্কার। এ ছাড়া আরও কিছু মর্যাদাপূর্ণ সময় রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে অনেক মানুষ উদাসীন। আসমানের দরজা খুলে দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা এ সময়গুলোকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। সুতরাং এ সময়গুলোর যথাযথ সম্মান করা এবং বেশি বেশি ইবাদাত-বন্দেগির মাধ্যমে এ সময়গুলোকে কাজে লাগানো উচিত। বিশেষত এ সময়গুলোতে দুআয় মনোনিবেশ করা একান্ত কাম্য। কেননা এগুলো দুআ কবুলের সময়।

নিশ্চয়ই আসমানের দরজা খুলে দেওয়া আল্লাহ তাআলার রহমত বর্ষণের আলামত। সেই সময়গুলো শ্রেষ্ঠ হওয়ার নিদর্শন। এমনিভাবে সে সময়গুলোতে যে আমল করা হয় এবং যে আমলের জন্য আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়, তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। যখন আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়, তখন সকল দরজা খুলে দেওয়া জরুরি নয়। বরং এমন হতে পারে—আসমানের কিছু দরজা তখন খুলে দেওয়া হয়। কারণ প্রতিটি আসমানেরই অনেক দরজা রয়েছে। দরজার প্রকৃত সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন।

কেউ এখানে প্রশ্ন তুলতে পারে—সুনির্দিষ্ট একটি সময়ে আসমানের দরজা খুলে দেওয়া, যেমন: অর্ধ-রজনি থেকে ফজর পর্যন্ত সময়কালে আসমানের দরজা খুলে দেওয়া; এটি এক শহরের ক্ষেত্রে সঠিক হতে পারে, কিন্তু এর পার্শ্ববর্তী শহরে অর্ধ-রজনি কিছুক্ষণ পরে আসে, তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অর্ধ-রজনি আরও কিছুটা পরে আসে। এভাবেই পার্শ্ববর্তী প্রতিটা অঞ্চলে অর্ধরাত এসে থাকে কিছুটা পরে। যদি প্রতিটি অঞ্চলের জন্যই অর্ধরাত থেকে ফজর পর্যন্ত আসমানের দরজা খোলা রাখা হয়, তবে তো আসমানের সে দরজা কখনো বন্ধই হবে না। বরং সর্বক্ষণ খোলাই থাকবে!

এর উত্তরে আমি বলব—আসমানের দরজা খুলে দেওয়া অদৃশ্য বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্ত। এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটা হতে পারে যে, একটি অঞ্চলে অর্ধ-রজনি এলে সে অঞ্চলের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু দরজা খুলে দেওয়া হয়। অতঃপর এই অঞ্চলে ফজরের সময় চলে এলে সেই দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অর্ধ-রজনি এলে ভিন্ন কিছু দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং সে অঞ্চলে ফজরের সময় শুরু হলে দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। এভাবেই ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। তবে আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়ার ভিন্ন অর্থও থাকতে পারে, যা আমাদের অনুধাবন ও কল্পনার ঊর্ধ্বে। কেননা নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ সকল কথা সাহাবিদের উদ্দেশ্যে বলেছেন। নবিজির উপস্থিতি ও সান্নিধ্যের বদৌলতে তাঁরা তাঁর কথা বুঝতেন এবং বাস্তবে তা প্রত্যক্ষও করতেন।

ইমাম খাত্তাবি (রহিমাহুল্লাহ) এর সুন্দর একটি উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা, শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখানে সূর্যের অবস্থান ইত্যাদি আরও অনেক বিষয়—যেগুলো কোনো জিনিস হারাম বা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো ইন্দ্রিয় দ্বারা বোঝা সম্ভব নয়। বরং এগুলোর ওপর ঈমান আনা, এ-সংক্রান্ত বর্ণনাগুলোকে সত্য বলে স্বীকার করা এবং এসব বিধিবিধান অনুসরণ করা আবশ্যক।'[১]

দিবা-রাত্রিতে কিছু ফযীলতপূর্ণ সময় রয়েছে, যখন আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়। শারীআত এ সময়গুলোতে দুআ ও নেক আমল করার প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করেছে। কেননা এ সময়গুলো দুআ ও নেক আমল কবুল হওয়ার সময়।

---

[১] মাহমুদ সুবকি, আল-মানহালুল আযবুল মাওরুদ শারহু সুনানি আবি দাউদ, ৭/১৭৪।

শাইখ বকর আবূ যাইদ-ও ইকামতের পর দুআ করাকে বৈধ মনে করেন। তিনি বলেন, 'আযান বা ইকামতের পরে দুআ করার ব্যাপারে কথা হলো—এ সময়গুলো দুআ কবুলের সময়। এ ব্যাপারে হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) এ সময় উভয় হাত উঠিয়ে দুআ করতেন। তবে হাত ওঠানোর পক্ষে তাঁর দলীল আমি জানতে পারিনি।'[১]

ইমাম মাকরীযি (রহিমাহুল্লাহ)-রচিত আত-তাযকিরা নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে যে, এই সময়গুলোতে দুআ কবুল হয়:

→ নামাজে দাঁড়ানোর সময়।

→ যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার সময়।

→ মুআয্যিনের আযানের উত্তর দেওয়ার সময়...।'[২]

ইকামতের পরে দুআ করার ক্ষেত্রে হাত ওঠানো কিংবা বিশেষ কোনো দুআ পাঠ করা আবশ্যক নয়। কারণ এ সময় পড়ার জন্য বিশেষ কোনো দুআ প্রমাণিত নেই। যারা এ সময় দুআ পড়াকে অবৈধ বলেছেন, তারা এই হাত ওঠানোর প্রতি লক্ষ করেই অবৈধ বলেছেন। সুতরাং তাঁরা হয়তো বিশেষ ধরন—যেমন হাত ওঠানো, বিশেষ দুআ পাঠ করা ইত্যাদি বিবেচনায় কিংবা এ-সংক্রান্ত হাদীস অপ্রমাণিত মনে করার কারণে অবৈধ বলেছেন।

আর ইকামতের সময় আসমানের দরজা খোলার এ ব্যাখ্যাও করা যেতে পারে—ইকামতের পর তথা নামাজের ভেতরে, বিশেষত সাজদারত অবস্থায় দুআ করলে সে দুআ কবুল করা হয়। কেননা সাজদারত অবস্থায় বান্দা নিজ রবের সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী থাকে। এমনিভাবে শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ (ও দরুদ) পাঠ করার পর দুআ করলেও তা কবুল করা হয়। সামনে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আসবে।

মোটকথা, যেহেতু ইকামতের পরে আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়, তাই এ দিকে লক্ষ করে আমরা বলতে পারি—নফল নামাজের সাজদার তুলনায় ফরজ নামাজের সাজদায় দুআ করলে সে দুআ কবুল হওয়ার আশা বেশি করা যায়।

> আল্লাহ মহান। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া গুনাহ থেকে বাঁচার এবং সৎ কাজ করার কোনো ক্ষমতা আমাদের নেই।"

---

[১] বকর ইবনু আবদিল্লাহ আবূ যাইদ, তাসহীহুদ দুআ, ১২৭।

[২] সাফা আদাবি, ইহদাউদ দীবাজা বি শারহি সুনানি ইবনি মাজাহ, ২/৪১১।

অতঃপর বলবে, 'হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করে দিন' কিংবা কোনো দুআ করবে, তার দুআ কবুল করা হবে। এরপর যদি সে ওজু করে নামাজ আদায় করে, তা হলে তার নামাজ কবুল করা হবে।"[৩]

চার. সোমবার ও বৃহস্পতিবার

আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ كُلَّ يَوْمِ اثْنَيْنِ وَخَمِيْسٍ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَّا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا امْرَأً كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ : أَنْظِرُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا.

"প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়। অতঃপর এমন প্রত্যেক বান্দাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, যে আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করে না। তবে সে ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় না, যার ভাই ও তার মধ্যে শত্রুতা বিদ্যমান। (তাদের ব্যাপারে) বলা হয়, তাদের দুজনকে আপস-মীমাংসা করার অবকাশ দাও।"[৪]

এই মর্যাদাপূর্ণ দুটি দিনে জান্নাতের দরজাও খুলে দেওয়া হয়। আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَّا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ : أَنْظِرُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا.

"প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। অতঃপর এমন প্রত্যেক বান্দাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, যে আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করে না। তবে সে ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় না, যার ভাই ও তার মধ্যে শত্রুতা বিদ্যমান। (তাদের ব্যাপারে) বলা হয়, 'তাদের দুজনকে আপস-মীমাংসা করার অবকাশ দাও। তাদের দুজনকে আপস-মীমাংসা করার অবকাশ দাও। তাদের দুজনকে আপস-মীমাংসা করার অবকাশ দাও।'"[৫]

---

[৩] বুখারি, ১১৫৪; তিরমিযি, ৩৪১৪; আবূ দাউদ, ৫০৬০; ইবনু মাজাহ, ৩৮৭৮।

[৪] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২২৬৭৩; বাইহাকি, ফাযায়িলুল আওকাত, ২৯২; সহীহ।

[৫] মুসলিম, ২৫৬৫; তিরমিযি, ২০২৩; আবূ দাউদ, ৪৯১৬।

নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতে ভালোবাসতেন। কেননা তিনি পছন্দ করতেন—তাঁর আমল আল্লাহর কাছে এমন অবস্থায় উপস্থাপন করা হোক, যখন তিনি রোযাদার। উসামা ইবনু যাইদ (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, 'আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনি যখন রোযা রাখতে শুরু করেন, তখন আর রোযা ভাঙেন না। আবার যখন রোযা ভাঙতে করতে শুরু করেন, তখন আর রোযা রাখেন না। কিন্তু দুটো দিন এর ব্যতিক্রম; সে দুটো দিন আপনার রোযা রাখার দিনগুলোর মাঝে এলেও রোযা রাখেন, আবার (রোযা ভাঙার দিনগুলোতে এলেও) রোযা রাখেন।' তখন রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "কোন দুটো দিন?" আমি বললাম, 'সোমবার আর বৃহস্পতিবার।' তিনি বললেন,

ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِيْ وَأَنَا صَائِمٌ

"সে দুটো দিনে মানুষের আমল জগৎসমূহের প্রতিপালক (আল্লাহ তাআলা)-এর সামনে উপস্থাপন করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি—আমার আমল (আল্লাহ তাআলার সামনে) এমন অবস্থায় উপস্থাপন করা হোক, যখন আমি রোযাদার।"[৬]

ইমাম বাইহাকি (রহিমাহুল্লাহ) আমল উপস্থাপনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম হালিমি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে উদ্ধৃত করেন। তিনি বলেন, 'হতে পারে—মানুষের আমল লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ পালাক্রমে দায়িত্ব পালন করেন। একদল ফেরেশতা সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মানুষের সাথে অবস্থান করেন। অতঃপর তারা আসমানে চলে যান। আরেক দল ফেরেশতা দায়িত্ব পালন করেন বৃহস্পতিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত। অতঃপর তারা আসমানে চলে যান। যখন কোনো দল আসমানে পৌঁছেন, তখন তাঁরা আসমানের নির্ধারিত জায়গায় আমলনামা পড়ে শোনান। এটা হলো আমলের রীতিগত উপস্থাপনা। আল্লাহ তাআলা এই উপস্থাপনাকে ফেরেশতাদের ইবাদাত হিসেবে গণ্য করেন।

[৬] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২১৭৫৩; তিরমিযি, ৭৪৭; নাসাঈ, ২৩৫৮; সহীহ।

তৃতীয় অধ্যায়

যেসব বিষয়ের জন্য আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়

ভূমিকা

আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় পবিত্র ও উত্তম কথার জন্য, যাতে তা ঊর্ধ্বজগতে আল্লাহ তাআলার কাছে পৌঁছতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

> "সকল ভালো কথা তাঁর কাছেই ওঠে, আর একে ওপরে ওঠায় ভালো কাজগুলো।"[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় শাওকানি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'অর্থাৎ পবিত্র ও উত্তম কথা আল্লাহ তাআলার দিকেই আরোহণ করে, অন্য কারও দিকে নয়। আল্লাহ তাআলার দিকে আরোহণ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—তিনি তা কবুল করে নেন। এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে—লেখক ফেরেশতারা আমলনামায় যা লিখেছেন, তারা তা নিয়ে আরোহণ করেন আল্লাহ তাআলার দিকে।

আর পবিত্র ও উত্তম কথাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এর সাওয়াব ও প্রতিদানের প্রতি নির্দেশ করার জন্য।

সব ধরনের পবিত্র ও ভালো কথা; যেমন: আল্লাহ তাআলার যিক্‌র, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

---

[১] সূরা ফাতির, ৩৫ : ১০।

সুতরাং শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ কিংবা আলহামদুলিল্লাহ-এর সাথে একে বিশেষায়িত করার কোনো কারণ নেই।'[২]

আমাদের জেনে রাখা উচিত—শারীআতে এমন কিছু মৌখিক ও দৈহিক নেক আমল রয়েছে; নবিজির ভাষ্যমতে, যে আমলগুলোর জন্য আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়। সে আমলগুলো আসমানের সকল দরজা কিংবা কিছু দরজার চাবিস্বরূপ। সুতরাং যখনই আপনার জন্য কোনো দরজা খোলা হলো, জেনে রাখুন—আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহে আপনার দুআ কবুল করা হবে এবং সে সময় আপনার ওপর রহমত বর্ষণ করা হবে। তাই এ ধরনের আমলের প্রতি আপনার মনোযোগী হওয়া উচিত।

এ ধরনের আমল দুই প্রকার :

এক. মৌখিক আমল।

দুই. দৈহিক আমল।

এ ছাড়া কিছু রূহ ও অন্তরের জন্য আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়। আবার কিছু রূহ ও অন্তরের জন্য আসমানের দরজা খোলা হয় না।

যে সমস্ত বিষয়ের জন্য নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আসমানের দরজা খুলে দেওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন, এ অধ্যায়ে সে বিষয়গুলো সম্পর্কেই আলোচনা করা হবে।

এ অধ্যায়টির অধীনে তিনটি অনুচ্ছেদ রয়েছে—

প্রথম অনুচ্ছেদ :
যেসব যিক্‌রের জন্য আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়

প্রথম যিক্‌র : নামাজের শুরুতে পড়ার একটি দুআ

নামাজের শুরুতে তথা তাকবীরে তাহরীমার পরে ও কিরাআত পড়ার আগে পাঠ করার জন্য বিভিন্ন দুআ (সানা) বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর সংখ্যা ১২ পর্যন্ত পৌঁছে। তার মধ্যে কিছু দুআর এই ফযীলত বর্ণিত হয়েছে যে, এগুলোর জন্য আসমানের

[২] শাওকানি, ফাতহুল কাদীর, ৪/৩৪১।

দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। এ-সংক্রান্ত দুটো হাদীস উল্লেখ করা হলো—

প্রথম হাদীস

আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, 'আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে নামাজ আদায় করছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি বলে উঠল,

اَللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَّالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَّسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّأَصِيْلًا

'আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহর জন্য অসংখ্য প্রশংসা। আর আমরা সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতাই ঘোষণা করি।'

(নামাজ শেষে) রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন,

مَنِ الْقَآئِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟

"এ কথাগুলো কে বলল?"

উপস্থিত লোকদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল, ওই কথাগুলো আমি বলেছি।' তখন রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

عَجِبْتُ لَهَا، فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ

"কথাগুলো আমার খুব ভালো লেগেছে। এই কথাগুলোর জন্য আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে।"

আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এ কথাগুলো বলতে শোনার পর থেকে আমি এর ওপর আমল করা কখনো ছাড়িনি।'[৩]

দ্বিতীয় হাদীস

আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি এমনভাবে এসে নামাজের কাতারে শামিল হলো যে, সে হাঁপাচ্ছিল। তখন সে পড়ল,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ

'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য; (তাঁর জন্য) পবিত্র ও বরকতময় অসংখ্য প্রশংসা।'

---

[৩] মুসলিম, ৬০১; তিরমিযি, ৩৫৯২; নাসাঈ, ৮৮৬; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৪৬২৭।

তৃতীয় যিক্‌র : জিহাদের ময়দানে সেনাবাহিনী সারিবদ্ধ হওয়ার মুহূর্তে দুআ

সাহ্‌ল ইবনু সা'দ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيْهِمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَقَلَّمَا تُرَدُّ عَلَى دَاعٍ دَعْوَتُهُ : عِنْدَ حُضُوْرِ النِّدَاءِ، وَالصَّفِّ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

"দুটো সময় আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। তখন কোনো দুআকারীর দুআ খুব কমই ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এক. আযানের সময়। দুই. মুজাহিদগণ আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের জন্য) সারিবদ্ধ হওয়ার সময়।"[১]

ইয়াযীদ ইবনু শাজারা (রদিয়াল্লাহু আনহু) সেই সব ব্যক্তিদের একজন ছিলেন, যাদের কথা ও কাজে পূর্ণ মিল ছিল। মুজাহিদ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর থেকে বর্ণনা করেন, 'তিনি আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন—হে লোকেরা, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে যে নিয়ামাত দিয়েছেন, তা স্মরণ করো। কতই না সুন্দর আল্লাহ তাআলার লাল, সবুজ, হলুদ হরেক রকমের নিয়ামাত! পুরুষদের মধ্যেও আল্লাহ তাআলা অনেক নিয়ামাত দিয়ে রেখেছেন। যখন মানুষ নামাজের জন্য কিংবা জিহাদের জন্য সারিবদ্ধ হয়, তখন আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় আর জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়, আয়তনয়না হূরদের সাজিয়ে তোলা হয় এবং তখন তারা উঁকি মেরে দেখতে থাকে। যখন কেউ সামনে অগ্রসর হয়, তখন তারা বলে ওঠে, 'হে আল্লাহ,আপনি তাকে সাহায্য করুন।' আর যখন কেউ পিছু হটে, তখন তারা তার থেকে আড়াল হয়ে যায় এবং বলে, 'হে আল্লাহ, আপনি তাকে ক্ষমা করুন।'[২]

১১. মোরগের ডাক শোনার সময় দুআ করা

আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا

[১] মালিক, আল-মুআত্তা, ১৫৫; আবূ দাউদ, ২৫৪০; ইবনু হিব্বান, ১৭২০; সহীহ।

[২] হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ৬০৮৭; তাবারানি, আল-মু'জামুল কাবীর, ৬৪১; সহীহ।

"যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনবে, তখন আল্লাহ তাআলার কাছে তাঁর অনুগ্রহ চাইবে। কেননা সে ফেরেশতা দেখে (ডাকে)। আর যখন গাধার আওয়াজ শুনবে, তখন শয়তান থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চাইবে। কারণ সে শয়তান দেখে (চিৎকার করে)।"[১]

ফেরেশতাদের দেখার সময় দুআ করার রহস্য বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম নববি (রহিমাহুল্লাহ) কাজী ইয়াজ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে উদ্ধৃত করে বলেন, 'এর কারণ হলো—এমন মুহূর্তে দুআ করলে আশা করা যায়, ফেরেশতাগণও দুআ শুনে আমীন বলবেন। (ফলে তা দুআ কবুলের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।)'[২]

১২. অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিক্‌রকারী ও ন্যায়পরায়ণ বাদশার দুআ

আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

ثَلَاثَةٌ لَّا يَرُدُّ اللهُ دُعَاءَهُمْ: اَلذَّاكِرُ اللهَ كَثِيْرًا وَّدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ وَالْإِمَامِ الْمُقْسِطِ

"তিন ব্যক্তির দুআ আল্লাহ তাআলা ফিরিয়ে দেন না—

এক. অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিক্‌রকারীর দুআ,

দুই. মজলুমের দুআ এবং

তিন. ন্যায়পরায়ণ বাদশার দুআ।"[৩]

হাফেজ মুনাবি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'হাদীসের ভাষ্য 'অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিক্‌রকারীর দুআ'-এর দ্বারা এটা উদ্দেশ্য হতে পারে—যে ব্যক্তি সব সময় বেশি পরিমাণে আল্লাহ তাআলার যিক্‌র করে, তার দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। আবার এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে—যে ব্যক্তি দুআ করার আগে অধিক পরিমাণে আল্লাহ তাআলার যিক্‌র করে, তার দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না।'[৪]

১৩. সাজদার মধ্যে দুআ করা

উমর ইবনুল খাত্তাব (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একবার নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-

[১] বুখারি, ৩৩০৩; মুসলিম, ২৭২৯; তিরমিযি, ৩৪৫৯; আবূ দাউদ, ৫১০৩।

[২] নববি, আল-মিনহাজ শারহুস মুসলিম, ১৭/৫০; হাদীস নং ২৭২৯।

[৩] বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৫৮৮; হাসান।

[৪] মুনাবি, ফায়যুল কাদীর, ৩/৩২৭; হাদীস নং ৩৫৩১।

এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। আমি এবং আবূ বকর তাঁর সাথে ছিলাম। তখন আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাঁড়িয়ে তাঁর তিলাওয়াত শুনলেন। অতঃপর আবদুল্লাহ রুকূ ও সাজদা করল। তখন রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

سَلْ تُعْطَهْ سَلْ تُعْطَهْ

"তুমি চাও, (যা চাইবে, তা) তোমাকে দেওয়া হবে। তুমি চাও, (যা চাইবে, তা) তোমাকে দেওয়া হবে।"

অতঃপর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চলতে লাগলেন এবং বললেন,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ، فَلْيَقْرَأْهُ مِنَ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ

"যে পছন্দ করে যে, কুরআন যেভাবে তরতাজা অবতীর্ণ হয়েছে, সেভাবে তিলাওয়াত করবে, সে যেন ইবনু উম্মি আব্দ (আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ)-এর মতো তিলাওয়াত করে।"

আমি নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ কথার সুসংবাদ দেওয়ার জন্য রাতের বেলা আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদের কাছে এলাম। যখন আমি তাঁর দরজায় কড়া নাড়লাম, (অথবা তিনি বলেছেন, যখন সে আমার আওয়াজ শুনল) তখন সে জিজ্ঞেস করল, 'এ সময়ে কেন এসেছ?' আমি বললাম, 'আমি নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কথার সুসংবাদ দেওয়ার জন্য এসেছি।' সে বলল, 'আবূ বকর তোমার আগেই সুসংবাদ দিয়েছেন।' আমি বললাম, 'যদি তিনি সুসংবাদ দিয়ে থাকেন, তবে তো তিনি কল্যাণের কাজে অগ্রগামী। আমরা যখনই কোনো কল্যাণের কাজে প্রতিযোগিতা করেছি, তখনই আবূ বকর আমাদের ওপর বিজয়ী হয়েছেন।[৫]

আবূ বকর সিদ্দীক (রদিয়াল্লাহু আনহু) শুধু আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে সুসংবাদ দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি; বরং তিনি আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে সে দুআ জানতেও উদ্যোগী হয়েছেন, যা তিনি সাজদার মধ্যে পড়েছেন। যির ইবনু হুবাইশ (রহিমাহুল্লাহ) আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, একবার রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে প্রবেশ করলেন। আবূ বকর ও উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-ও তাঁর সাথে ছিলেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) নামাজে সূরা নিসা

[৫] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২৬৫; ইবনু মাজাহ. ১৩৮; ইবনু হিব্বান, ৭০৬৭; সহীহ।

তিলাওয়াত করছিলেন। যখন তিনি ১০০ নং আয়াতে পৌঁছলেন, তখন নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায়ই দুআ করতে লাগলেন। এ সময় নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

اِسْئَلْ تُعْطَهْ اِسْئَلْ تُعْطَهْ

"আল্লাহর কাছে চাও, (তুমি যা চাইবে, তা) তোমাকে দেওয়া হবে। আল্লাহর কাছে চাও, (তুমি যা চাইবে, তা) তোমাকে দেওয়া হবে।"

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ :
যেসব আমলের জন্য আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়

প্রথম আমল : যোহরের পূর্বে চার রাকাআত মুল্লাত আদায় করা

আবূ আইয়্যূব আনসারি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ

"যোহরের আগে চার রাকাআত নামাজ রয়েছে। এগুলোর জন্য আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়।"[৬]

আবূ আইয়্যূব আনসারি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আরেক বর্ণনায় এসেছে, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلَا تُرْتَجُ حَتَّى تُصَلَّى الظُّهْرُ ، فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِيْ فِيْ تِلْكَ السَّاعَةِ خَيْرٌ

"সূর্য হেলে যাওয়ার সময় আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় এবং যোহরের নামাজ পর্যন্ত তা আর বন্ধ করা হয় না। আমি পছন্দ করি যে, এ সময় আমার কোনো ভালো আমল আসমানে পৌঁছুক।"[৭]

---

[৬] আবূ দাউদ, ৩১২৮; তিরমিযি, আশ-শামায়িলুল মুহাম্মাদিয়্যা, ২৭৭; হাসান।

[৭] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২৩৫৩২; বাইহাকি, কুবরা, ৪৩৫৫; তাবারানি, কাবীর, ৪০৩২; সহীহ।

আবদুল্লাহ ইবনুস সায়িব (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যোহরের আগে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার পর চার রাকাআত নামাজ আদায় করতেন। তিনি বলেছেন,

إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَأُحِبُّ أَنْ يَّصْعَدَ لِيْ فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ

"এটা এমন একটা সময়, যখন আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। আমি পছন্দ করি, আমার কোনো ভালো আমল এ সময় আসমানে পৌঁছুক।"[১]

তৃতীয় অনুচ্ছেদ :
যেসব আত্মার জন্য আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়

আল্লাহ তাআলা মুমিনের আত্মাকে সম্মান করেন। এ সম্মানেরই একটি অংশ হলো—মুমিনের রূহ কবজ করা হলে এর জন্য আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়। প্রতিটি আসমান থেকে নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারা তাকে অভ্যর্থনা জানাতে আসে। আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

هٰذَا الَّذِيْ تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ، وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَشَهِدَهُ سَبْعُوْنَ أَلْفًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ.

"সেই ব্যক্তি—যার জন্য আরশ কেঁপে উঠেছে, আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে এবং যার জানাযায় সত্তর হাজার ফেরেশতা উপস্থিত হয়েছে। তার কবরও প্রথমে সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর প্রশস্ত করে দেওয়া হয়েছে।"[২]

হাদীসে উল্লেখিত ব্যক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য সা'দ ইবনু মুআয (রদিয়াল্লাহু আনহু)। যেমনটি আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর অপর এক বর্ণনায় স্পষ্টভাবে এসেছে। রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَقَدْ نَزَلَ لِمَوْتِ سَعْدِ بنِ مُعَاذٍ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ، مَا وَطِئُوا الْأَرْضَ قَبْلَهَا

"সা'দ ইবনু মুআযের মৃত্যুতে আসমান থেকে সত্তর হাজার ফেরেশতা নেমে এসেছেন, যারা আগে কখনো পৃথিবীতে পা রাখেননি।"

[১] তিরমিযি, ৪৭৮; তাবারানি, আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২৩৫৬৪; কাবীর, ৪০৩৭; সহীহ।
[২] নাসাঈ, ২০৫৫; ইবনু হিব্বান, ৭০৩৩; হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ৪৯২৩; সহীহ।

তাঁকে দাফন করার সময় নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

سُبْحَانَ اللهِ لَوِ انْفَلَتَ أَحَدٌ مِّنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ، لَانْفَلَتَ سَعْدٌ وَّلَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ.

"সুবহানাল্লাহ! কবরের চাপ থেকে কেউ যদি রক্ষা পেত, তা হলে তা পেত সা'দ (ইবনু মুআয)। কিন্তু তাঁর কবরও প্রথমে সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়েছে, তারপর প্রশস্ত করে দেওয়া হয়েছে।[১]

এবার আমরা অন্তরের ওপর বিরাট প্রভাব সৃষ্টিকারী একটি হাদীস গভীর মনোযোগের সাথে পড়ব, যা বর্ণনা করে—কেমন হবে মানুষের জীবনের শেষ মুহূর্তের অবস্থা। কীভাবে তার জন্য আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হবে এবং তার আত্মা কোথায় যাবে?

বারা ইবনু আযিব (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একবার আমরা নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে এক আনসারি সাহাবির জানাযায় বের হলাম। যখন কবরের কাছে গেলাম, তখনো কবর তৈরি করা শেষ হয়নি। রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক জায়গায় বসলেন। আমরাও তাঁর আশেপাশে এমনভাবে বসে থাকলাম, যেন আমাদের মাথার ওপর পাখি বসে আছে। রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাতে ছিল একটি কাঠ। তা দিয়ে তিনি (একমনে) মাটি নাড়াচাড়া করছিলেন। তারপর তিনি মাথা উঠিয়ে বললেন,

اِسْتَعِيْذُوْا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

"তোমরা কবরের আযাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।"

প্রথম অনুচ্ছেদ :
যেসব আমল আসমানে ওঠে না

কিছু আমলের ব্যাপারে স্বয়ং নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুস্পষ্টরূপে বলে দিয়েছেন—সেগুলো আসমানে ওঠে না এবং আল্লাহ তাআলার কাছে পৌঁছে না।

[১] বাযযার, আল-বাহরুয যাখখার, ৫৭৪৭; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৯/৩০৭; সহীহ।

এমন আমলের জন্য আসমানের দরজা না খোলাটা খুবই স্বাভাবিক। রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ধরনের আমল থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চেয়েছেন, যেমনটি আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসে আমরা দেখেছি। সুতরাং এ ধরনের আমল থেকে আমাদের বেঁচে থাকা জরুরি। এরকম কিছু আমল সম্পর্কে এখানে আমরা জানবো।

এক. মুসল্লিগণ অপছন্দ করা সত্ত্বেও ইমামতি করা

আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

ثَلَاثَةٌ لَّا تُقبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ، وَلَا تَصْعَدُ إِلَى السَّماءِ، وَلَا تُجَاوِزُ رُءُوْسَهُم: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَّهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ...

> "তিন ব্যক্তির নামাজ কবুল হয় না এবং তা আল্লাহ তাআলার কাছে পৌঁছে না; বরং নামাজ তাদের মাথাও অতিক্রম করে না। তার মধ্যে একজন হলো—ওই ইমাম, যে মুসল্লিদের অপছন্দ সত্ত্বেও ইমামতি করে..."[১]

জুনাদা ইবনু আবী উমাইয়া আযদি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَّهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ، فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَا تُجَاوِزُ تَرْقُوَتَهُ

> "যে ব্যক্তি মুসল্লিদের অপছন্দ সত্ত্বেও ইমামতি করে, নামাজ তার কণ্ঠনালিও অতিক্রম করে না।"[২]

মুনাবি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'এই হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—যদি মুসল্লিরা ইমামকে শারীআতে নিন্দনীয় কোনো বিষয়ের কারণে অপছন্দ করে, তখন এ বিধান প্রযোজ্য হবে। যেমন : জালিম শাসকের ইমাম হওয়া, ইমামতির উপযুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও গায়ের জোরে ইমামতি করা, পবিত্রতার ব্যাপারে অসতর্ক থাকা, নামাজের করণীয় কাজগুলো ঠিকমতো না করা, নিন্দনীয় পন্থায় জীবনযাপন করা, পাপাচারীদের সাথে ওঠাবসা করা ইত্যাদি। রাষ্ট্রপ্রধান তাকে ইমাম হিসেবে নিয়োগ দান করুক বা না করুক—সকল অবস্থাতে একই বিধান।'[৩]

---

[১] ইবনু খুযাইমা, ১৫১৮; আলবানি, সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৪৮৫; সহীহ।

[২] তাবারানি, আল-মু'জামুল কাবীর, ২১৭৭; হাসান।

[৩] মুনাবি, ফায়যুল কাদীর শারহুল জামিয়িস সগীর, ৩/১৩৯, হাদীস নং ২৯৪৮।

দুই. অনুমতি ছাড়াই জানাযার নামাজ পড়ানো

আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

ثَلَاثَةٌ لَّا تُقبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ، وَلَا تَصْعَدُ إِلَى السَّماءِ، وَلَا تُجَاوِزُ رُءُوْسَهُم: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَّهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ، وَرَجُلٌ صَلّٰى عَلٰى جَنَازَةٍ وَّلَمْ يُؤْمَرْ...

"তিন ব্যক্তির নামাজ কবুল হয় না এবং তা আল্লাহ তাআলার কাছে পৌঁছে না; বরং নামাজ তাদের মাথাও অতিক্রম করে না—

ক) ওই ইমাম, যে মুসল্লিদের অপছন্দ সত্ত্বেও ইমামতি করে।

খ) এমন ব্যক্তি, অনুমতি ছাড়াই যে জানাযার নামাজের ইমামতি করে...[৪]

শাসক বা তার প্রতিনিধির অনুপস্থিতিতে মৃত ব্যক্তির জানাযার নামাজ পড়ানোর অধিক হকদার তারাই, যারা তার নিকট-আত্মীয় কিংবা যাকে মৃত ব্যক্তি জানাযার নামাজ পড়ানোর অসিয়ত করে গিয়েছেন। এ কারণে মৃত ব্যক্তির অভিভাবকদের অনুমতি ছাড়া জানাযার নামাজ পড়ানোর জন্য এগিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

তিন. রাতে স্বামীর আহ্বানে সাড়া দিতে অস্বীকারকারী নারীর নামাজ

আবূ উমামা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

ثَلَاثَةٌ لَّا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ أُذَانَهُمُ: اَلْعَبْدُ الْأَبِقُ حَتّٰى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَّهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ.

"তিন ব্যক্তি এমন রয়েছে, যার নামাজ তার কানও অতিক্রম করে না—

ক) পলাতক গোলাম, যতক্ষণ না সে (মালিকের কাছে) ফিরে আসে।

খ) এমন মহিলা, যে তার স্বামীর অসন্তুষ্টিতে রাত্রিযাপন করে।

গ) এমন ইমাম, মুসল্লিরা যাকে অপছন্দ করে।"[৫]

---

[৪] ইবনু খুযাইমা, ১৫১৮; আলবানি, সহীহুত তারগিব ওয়াত তরহিব, ৪৮৫; সহীহ।

[৫] তিরমিযি, ৩৬০; আলবানি, সহীহুল জামিয়িস সগীর, ৩০৫৭; হাসান।